بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুর’আনিক দু’আ সমূহ: ১১

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা দুখানঃ

مُؤْمِنُونَ	إِنَّا	ٱلْعَذَابَ	عَنَّا	ٱكْشِفْ	رَبَّنَا
"বিশ্বাসী হবো (ঈমান আনবো)	নিশ্চয়ই আমরা	শাস্তি	আমাদের থেকে	দূর করো	হে আমাদের রব (এখন তারা বলে)"
"believers (are)	indeed we	;the punishment	from us	Remove	!Our Lord"

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। (আয়াতঃ ১২)
[They will say], "Our Lord, remove from us the torment; indeed, we are believers.“ -Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ এ কথা মক্কার কাফেররা বলেছে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুপাতে এ কথা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের কাফেররা বলবে।

Sisters' Forum In Islam.com

আল-আহকাফ (পূর্ন বয়স্ক যাদের ৪০ বছর হয়েছে)

أَعْمَلَ	وَأَنْ	وَٰلِدَيَّ	وَعَلَىٰ	عَلَيَّ	أَنْعَمْتَ	ٱلَّتِيٓ	نِعْمَتَكَ	أَشْكُرَ	أَنْ	أَوْزِعْنِيٓ	رَبِّ
আমি কাজ করি	এবং যেন	আমার পিতা-মাতার	ও উপর	আমার উপর	তুমি অনুগ্রহ দান করেছ	যা	তোমার অনুগ্রহের	আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি	যেন	আমাকে সামর্থ্য দাও	হে আমার রব"
I do	and that	my parents	and upon	upon me	You have bestowed	which	Your favor (for)	I may be grateful	that	grant me (the) power	My Lord"
ٱلْمُسْلِمِينَ	مِنَ	وَإِنِّي	إِلَيْكَ	تُبْتُ	إِنِّي	ذُرِّيَّتِيٓ	فِي	لِي	وَأَصْلِحْ	تَرْضَىٰهُ	صَٰلِحًا
"আত্মসমর্পণকারীদের	অন্তর্ভুক্ত	এবং আমি নিশ্চয়ই	তোমার কাছে	তওবা করছি	আমি নিশ্চয়ই	আমার সন্তানদের	মধ্যে	আমার জন্যে	এবং যোগ্যতা সৃষ্টি করে দাও	যা পছন্দ কর তুমি	সৎকর্ম
"those who submit	of	and indeed I am	to You	I turn	indeed	my offspring	among	for me	and make righteous	which please You	righteous (deeds)

رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰى وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি; আমার প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভুক্ত।'আয়াতঃ১৫

"My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to work righteousness of which You will approve and make righteous for me my offspring. Indeed, I have repented to You, and indeed, I am of the Muslims."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ আল্লাহর পছন্দনীয় জান্নাতের অধিবাসী সালেহ বান্দারা দুনিয়ায় ৪০ বছরে পদার্পন করে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে পরিবারের জন্য দু'আ করেন এইভাবে।

اَشُدَّএর শাব্দিক অর্থ শক্তি সামর্থ্য। পূর্ণ শক্তির কাল বলতে, যৌবন কালকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে ১৮ বছর বয়স বলেছেন। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সে চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়। এ বয়স হল জ্ঞান ও বিবেক শক্তির পূর্ণতা ও পক্কতার বয়স। এ জন্যেই মুফাসসিরগণের মতে প্রতিটি নবীকে চল্লিশ বছর বয়সের পরেই নবুঅত দানে ধন্য করা হয়। (ফাতহুল ক্বাদীর)

পবিত্র কুরআনের মোট ছয়টি স্থানে এ শব্দটি এসেছে। তন্মধ্যে সূরা আল-আন'আমের ১৫২, সূরা ইউসুফের ১২, সূরা আল ইসরার ৩৪, সূরা আল-কাহফ এর ৮২, সূরা আল-কাসাসের ১৪ নং আয়াতে এর তাফসীর করা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স বলে।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আ সূরা ক্বামারঃ

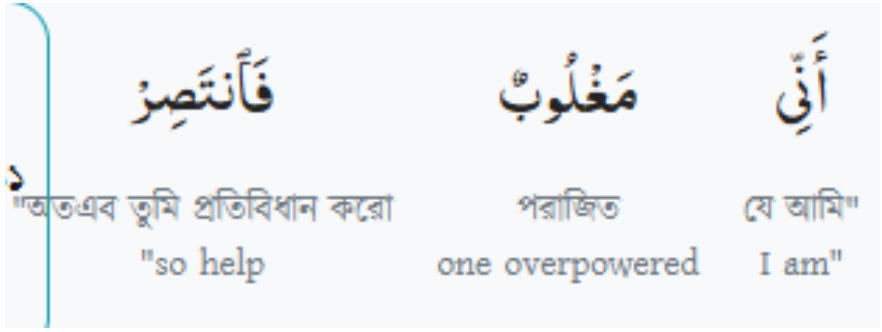

اَنِّیۡ مَغۡلُوۡبٌ فَانۡتَصِرۡ

‘আমি তো অসহায়, অতএব তুমি আমার প্রতিশোধ নাও।’সূরা ক্বামারঃ ১০
"Indeed, I am overpowered, so help."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ নূহ (আঃ)-এর জাতি নূহ (আঃ)-কে শুধু মিথ্যাবাদীই ভাবেনি, বরং তারা তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, ধমক দিয়েছিল এবং হুমকিও দেখিয়েছিল।
যেমন অন্যত্র বলেন, { {لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। (সূরা শুআরা ১১৬ আয়াত), তখন তিনি তাঁর রবকে আহবান করে বলেছিলেন।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা হাশরঃ

وَلَا	بِٱلْإِيمَٰنِ	سَبَقُونَا	ٱلَّذِينَ	وَلِإِخْوَٰنِنَا	لَنَا	ٱغْفِرْ	رَبَّنَا
এবং না	ইমানের ক্ষেত্রে	আমাদের অগ্রণী হয়েছে	যারা	ও আমাদের ভাই দেরকে	আমাদের	ক্ষমা কর	হে আমাদের রব"
and (do) not	in faith	preceded us	who	and our brothers	us	forgive	Our Lord"

رَّحِيمٌ	رَءُوفٌ	إِنَّكَ	رَبَّنَآ	ءَامَنُوا	لِّلَّذِينَ	غِلًّا	قُلُوبِنَا	فِى	تَجْعَلْ
"মেহেরবান	দয়ালু	তুমি নিশ্চয়	হে আমাদের রব	ইমান এনেছে	যারা (তাদের) জন্য	হিংসা বিদ্বেষ	আমদের অন্তর গুলোর	মধ্যে	রেখো
"Most Merciful	Full of Kindness (are)	indeed You	Our Lord	believed	towards those who	any rancor	our hearts	in	put

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (আয়াতঃ ১০)

"Our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in faith and put not in our hearts [any] resentment toward those who have believed. Our Lord, indeed You are Kind and Merciful."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ بعد অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিম শামিল আছে।

এরা হল ‘মালে ফাই’ পাওয়ার তৃতীয় অধিকারী দল। অর্থাৎ, সাহাবীদের পর আগত এবং তাঁদের অনুসরণকারী। এতে তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদার ও আল্লাহভীরু শামিল। তবে শর্ত হল, তাদেরকে আনসার ও মুহাজিরদেরকে মু’মিন জেনে তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী হতে হবে। তাঁদের ঈমানে সন্দেহ পোষণকারী, তাঁদেরকে গালি-মন্দকারী এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী হলে হবে না। যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতীত কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পদকেই “ফায়” فَيْءٌ বলা হত। [ইবন কাসীর]

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা মুমতাহিনাঃ

ٱلْمَصِيرُ	وَإِلَيْكَ	أَنَبْنَا	وَإِلَيْكَ	تَوَكَّلْنَا	عَلَيْكَ	رَبَّنَا
প্রত্যাবর্তন স্থল	ও তোমার কাছেই	আমরা অভিমুখী	ও তোমার দিকে	আমরা ভরসা করেছি	তোমার উপর	হে আমাদের রব
the final return (is)	and to You	we turn	and to You	we put our trust	upon You	Our Lord

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (আয়াতঃ ৪

Our Lord, upon You we have relied, and to You we have returned, and to You is the destination.-Sahih International

ٱلْحَكِيمُ	ٱلْعَزِيزُ	أَنتَ	إِنَّكَ	رَبَّنَآ	لَنَا	وَٱغْفِرْ	كَفَرُوا	لِّلَّذِينَ	فِتْنَةً	تَجْعَلْنَا	لَا	رَبَّنَا
"প্রজ্ঞাময়।	পরাক্রমশালী	তুমিই	তুমি নিশ্চই	হে আমাদের রব	, আমাদের	ও মাফ কর	কুফরি করেছে	তাদের জন্য যারা	ফিতনা	আমাদের বানিও	না	হে আমাদের রব
"the All-Wise	the All-Mighty (are)	[You]	Indeed You	our Lord	us	and forgive	disbelieve	for those who	a trial	make us	not (do)	Our Lord

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(আয়াতঃ ৫)

Our Lord, make us not [objects of] torment for the disbelievers and forgive us, our Lord. Indeed, it is You who is the Exalted in Might, the Wise."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায় শিরকী কাজকর্মে লিপ্ত থাকায় তিনি ও তার অনুসারীগন এইভাবে আল্লাহর পর তাওয়াক্কুল করেন এবং যাবতীয় অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা তাহরীমঃ

رَبَّنَآ	أَتۡمِمۡ	لَنَا	نُورَنَا	وَٱغۡفِرۡ	لَنَآ	إِنَّكَ	عَلَىٰ	كُلِّ	شَيۡءٖ	قَدِيرٞ
হে আমাদের রব"	পূর্ণ কর	জন্যে আমাদের	আমাদের নূর	ও মাফ কর	আমাদেরকে	তুমি নিশ্চয়	উপর	সব	কিছুর	"ক্ষমতাবান
Our Lord"	Perfect	for us	our light	and grant forgiveness	to us	Indeed, You	over (are)	every	thing	"All-Powerful

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।(আয়াতঃ৮)

"Our Lord, perfect for us our light and forgive us. Indeed, You are over all things competent."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ এই দু’আ মু’মিনরা তখন করবে, যখন মুনাফিকদের জ্যোতি কেড়ে নেওয়া হবে এবং তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসবে। এর আলোচনা সূরা হাদীদ ১২নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। মু’মিনরা তখন বলবে, জান্নাতে প্রবেশ করা অবধি আমাদের এই জ্যোতিকে অবশিষ্ট রাখ এবং তাতে পূর্ণতা দান কর।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা তাহরীমঃ

رَبِّ	ٱبۡنِ	لِي	عِندَكَ	بَيۡتٗا	فِي	ٱلۡجَنَّةِ	وَنَجِّنِي	مِن	فِرۡعَوۡنَ	وَعَمَلِهِۦ	وَنَجِّنِي	مِنَ	ٱلۡقَوۡمِ	ٱلظَّٰلِمِينَ
হে আমার রব"	বানাও	আমার জন্যে	তোমার কাছে	ঘর	মধ্যে	জান্নাতের	এবং আমাকে উদ্ধার কর	হতে	ফিরআউন	ও তার কাজ	এবং আমাকে উদ্ধার কর	হতে	লোকদের	"যালিম
!My Lord"	Build	for me	near You	a house	in	Paradise	and save me	from	Firaun	and his deeds	and save me	from	the people	"the wrongdoers

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

‘হে আমার পালনকর্তা! আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করুন। আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।’ (আয়াতঃ ১১)

প্রেক্ষাপটঃ ফিরাউনের স্ত্রী যিনি ইমান এনেছিলেন, ফিরাউনের অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হয়েও ইমান থেকে সরে যাননি। অত্যাচারের কারনে মৃত্যুপূর্ব আর্তনাদ- যা আল্লাহ তা’আলা কবুল করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত আল কুর’আনে উল্লেখ করেছেন।
ঈমানদারদের উৎসাহ দান, ধর্মে দৃঢ়পদ, দ্বীনে অবিচল থাকার উপর উদ্বুদ্ধ এবং যাবতীয় কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণের উপর অনুপ্রাণিত করার জন্য এ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন।কুফরীর দাপট ও প্রতাপ ঈমানদারদের কিছুই করতে পারবে না। যেমন ফিরআউনের স্ত্রী সে সময়ের সব চেয়ে বড় কাফেরের অধীনে ছিলেন। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে ঈমান আনতে বাধা দিতে পারেনি।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা নূহঃ

دَيَّارًا	ٱلْكَٰفِرِينَ	مِنَ	ٱلْأَرْضِ	عَلَى	تَذَرْ	لَا	رَبِّ
কোন গৃহবাসী	কাফিরদের	থেকে	যমীনের	উপর	ছাড়বেন	না	হে আমার রব"
an inhabitant (as)	the disbelievers (of)	any	the earth	on	leave	not (Do)	!My Lord"

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

‘হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে অবিশ্বাসীদের মধ্য হতে কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।“আয়াতঃ ২৬

My Lord, do not leave upon the earth from among the disbelievers an inhabitant.-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ নূহ (আঃ) এই বদ্দুআ তখন করেছিলেন, যখন তিনি তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং আল্লাহও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, ওদের মধ্য হতে আর কেউ-ই ঈমান আনবে না। “যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তারা যা করে তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না।” [সূরা হূদ: ৩৬]

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা নূহঃ

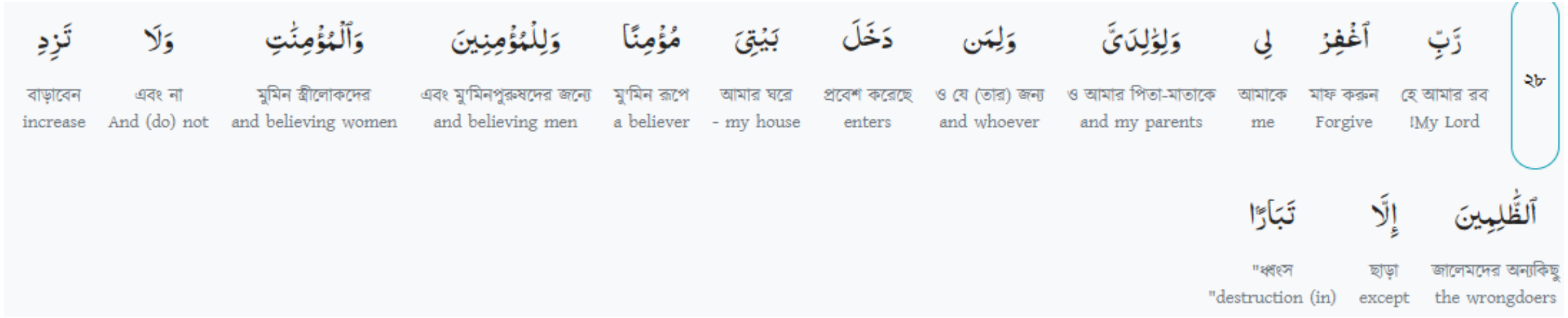

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (আয়াতঃ২৮)

My Lord, forgive me and my parents and whoever enters my house a believer and the believing men and believing women. And do not increase the wrongdoers except in destruction."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ নূহ আ কাফেরদের জন্য বদ্দুআ করার পর তিনি নিজের জন্য এবং মু’মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।
এই বদ্দুআ হল কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত যালেমদের জন্য। যেমন উল্লিখিত দু’আ সমস্ত মু’মিন পুরুষ এবং সমস্ত মু’মিন মহিলাদের জন্য।

Sisters' Forum In Islam.com

প্রয়োজনীয় কুর’আনীক দু’আ(পরিবারের জন্য)

পরিবার ও সন্তানের জন্য দু’আ যা মহান আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন তা উল্লেখ করা হলো।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন৷ সূরা বনী ইসরাইল আয়াতঃ ২৪

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবনকারী। সূরা আলে ইমরানঃ ৩৮

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“ হে আমাদের রব ! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের/ স্বামী ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম ।সূরা ফুরকানঃ ৭৪

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও । আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ করো । আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও । আমি তোমার কাছে তাওবা করছি । আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ।” সূরা আহকাফঃ ১৫

Sisters' Forum In Islam.com

প্রয়োজনীয় কুর’আনীক দু’আ(পরিবারের জন্য)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

“হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। সূরা ইবরাহীমঃ ৪০

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

হে পরওয়াদিগার! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো। সূরা ইবরাহীমঃ ৪১

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমাদের রব!আমাদের দু’জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত)বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। তোমার ইবাদাতের পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং আমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।সূরা বাকারাঃ১২৮

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (সূরা নূহঃ ২৮)

Sisters' Forum In Islam.com

সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবনকারী। সূরা আলে ইমরানঃ ৩৮

لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

‘যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।’সূরা আল আরাফঃ ১৮৯

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ يَّرِثُنِىْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۗ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর একজন উত্তরাধিকারী। যে উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূবের বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে তুমি সন্তোষভাজন কর।’ সূরা আরাফঃ ৫-৬

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (সন্তানহীন) ছেড়ে দিও না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।’সূরা আম্বিয়াঃ ৮৯

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“হে আমাদের রব ! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের/ স্বামী ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম । সূরা ফুরকানঃ ৭৪

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর।(সূরা আস সাফফাতঃ১০০)

Sisters' Forum In Islam.com

جزاكم الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam.com